কে হায় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(১৬)

ভাদ্র শেষ হোতে না হোতেই মাঠ থেকে জল কমে যেতে শুরু করে । আর জেগে উঠতে থাকে আমন ধানের ডগা । সতেজ ধানের ডগায় মাঠে মাঠে চোখ জুড়ানো সবুজের সমারোহ । উন্মাতাল বাতাসের দোলায় পোয়াতি ধানের শীষে খেলে যায় ঢেউ । সময় যত গড়িয়ে যেতে থাকে সবুজ ধানের ডগা শস্যের ভারে নুয়ে পড়ে । ততদিনে মাঠের জল শুকিয়ে আসছে । জেগে উঠছে বাড়ি সংলগ্ন পুকুরের পাড় । জেগে উঠছে বিলের পাড় । খালের পাড় । গ্রামের সামনের সরু রাস্তা-যাকে হালোট বলে - সে রাস্তাটুকুও শুকিয়ে তৈরি হয়েছে পায়ে চলার পথ । কাঁদা মাটিতে পায়ের দাগ যেনো এঁকে রেখেছে পথিকের স্মারক চিহ্ন । তার মাঝেই কচুরি পানার মূল থেকে গজিয়ে উঠেছে নরম শেঁকড় । যা গরু -ছাগলের খাবার হিসেবে বেড়ে উঠবে সহসাই । মাঝে মাঝে এঁদো পথের পাশেই পড়ে আছে শামুকের ঝাক । আর ধান খেতের আলের উপর সোনালি ধানের ছড়া বিছিয়ে আছে । যেনো কৃষকের সমস্ত বছরের স্বপ্ন শুয়ে আছে। সারা বর্ষার দাদন । মেয়ের বিয়ে । বৌয়ের শাঁড়ি । ছেলের পড়ার খরচ । সারা বছরের সংসার খরচ । সব যেনো ওই খেতের আলের উপর । কতই না স্বপ্ন । এমন প্রাণের সে ধান । জীবনের সাথে যার বিনিময় চলে অনায়াসে ।

কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে অগ্রানের শেষ অবধি সমস্ত মাঠ জুড়ে শুধু সোনালি রংয়ের সোনার ধান বিছিয়ে থাকে । ডগায় গুচ্ছ গুচ্ছ পাকা ধান । যেনো এতটুকু ছোঁয়াতে গা এলিয়ে দেবে নতুন বৌয়ের মতন সোহাগে আর অভিমানে । গ্রামের মানুষের কাছে বিশেষত যে সমস্ত এলাকায় শুধু এক ফসলি আমন ধানের আবাদ, সেখানে ধানের সাথে প্রাণের যেনো নিবিড় সম্পর্ক । ধান বাঁচানো যেনো প্রাণ বাঁচানো । ধানের মৃত্যু তো সংসারের সর্বনাশ । আরো একটি বছর অনাহারে থাকার বাস্তবতা । আর একদিন সে ধান বাঁচানোর লড়াই পরিনত হোলো সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ে ।

গ্রামের পূব পাড়ায় প্রায় অবাঞ্ছিত যে তিন ঘর মুসলমান -তাদের আবার প্রায় শ'খানেক হাঁস । পুরো বর্ষাকালে থই থই জলের সাগরে খেলে বেড়ায় এই হাঁসের দল । সন্ধ্যা হলেই ''তই তই '' ডাকে ফিরে আসে বাড়িতে । ঢুকে যায় হাঁসের জন্য তৈরী করা মাটির খুঁপড়ি ঘরে । সকালে বেড়িয়ে যায় আবার মাঠের জলে । তাই তেমন কোনো ঝুট-ঝামেলা ছাড়াই পোষা যায় হাঁসগুলো বর্ষাকালে। আর সকালে হাঁসের খোপ থেকে বের করে আনা যায় কয়েক হালি ডিম । পাইকারি দরে বিক্রি করে দিলেও তার দাম অনেক । কিন্তু সমস্যা শুরু হয় জল শুকানোর সাথে সাথে । হাঁসের প্রিয় খাবার আবার ধান । তাই সকালে ছেড়ে দেয়ার পরেই ঢুকে পড়ে ধানের খেতে । প্রায় শ'খানেক হাঁসের নিয়মিত আগ্রাসনে ছোট খাটো একটি ধানের খেত গিলে খেতে বেশী দিন লাগে না । আর সেখানেই সমস্যা । হিন্দুরা বনেদিপনার বাহানায় শত অভাবেও হাঁসের ডিম বেচবে না । যেমন বেচবে না দুধ । নিজেদের খাবার কিংবা পাড়া-পড়শিদের খাবারের জন্য কেউ কেউ হাঁস পুষলেও তার সংখ্যা দু'চারটার বেশি হবে না কিছুতেই । আর হাঁসের মাংসও আমাদের অঞ্চলের হিন্দুদের নিষিদ্ধ খাবার । তাই শখ করে পোষা হাঁস অনেকেই ধানের মৌসুমের আগেই বিক্রি করে দেয় ।

কিন্তু সমস্যা ওই তিন ঘর মুসলমান নিয়ে । না আটকে রাখবে হাঁসগুলো । না দেবে বিক্রি করে । আর নিজেরাও প্রায় ভূমিহীন । তাই নিজেদের খেতের ধান নিয়েও কোন চিন্তা নেই] কিন্তু প্রতিবেশী হিন্দুরাও এটা মানবে কেনো? তাই হাঁস খেতে ঢুকলেই জাল পেতে ধরে সরাসরি চালান করে দিতো খোয়ারীর কাছে । আর সেখান থেকে ছাড়িয়ে আনতে প্রতিটি হাঁস পিছু প্রতিবার আট-আনা করে জরিমানা । এ ভাবেই চলে আসছিলো নিয়ম । ফলে হাঁসের মালিকও সাবধানে থাকতো হাঁসগুলো যেনো ধান খেতের ধারে কাছে না আসে । কিন্তু দেশের সামগ্রিক পরিবর্তিনের সাথে সাথে মানসিকতারও পরিবর্তন হতে আরম্ভ করলো পচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার ফলে । স্বাধীনতার বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি যারা এতো দিন চুপ করে ছিলো তাদের মধ্যে আস্তে আস্তে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা দানা বাধতে লাগলো । এত দিন যে মুসলমান হাঁস বেধে রাখতো প্রতিবেশী হিন্দুদের ধান নষ্ট করবে বলে । তারাই এখন মনে করতে লাগলো মুসলমানের দেশে থাকতে হলে এতটুকু ক্ষতি মেনে নিয়েই থাকতে হবে । আর খোয়ার থেকে জরিমানা দিয়ে আনতে যেনো না হয় ,তাই হাঁস ধরে খোয়ারে দেয়া যাবে না । খেতের ধান অনিষ্ট হলেও। এটা অলিখিত হুকুমের মতোই ।

এক কার্তিক মাসের সন্ধ্যায় এই নিয়ে বেধে গেলো ঝগড়া । প্রথমে হাঁসের মালিকের সাথে ধানের মালিকের । আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে আসে তো উত্তেজনা বাড়ে । আমরা কেবল ইস্কুল থেকে ফিরে আসছি । বাবা তখনও ফেরেননি । হয়তো পাশের কোন গ্রামে বন্ধু বা ছাত্রদের সাথে আলাপ করছেন খেলা কিংবা আসন্ন শীতকালীন যাত্রা-থিয়েটারের ব্যাপারে । গোধুলী বেলার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় রাতের আঁধার বাড়ার সাথে সাথে তুমুল চিৎকার চেঁচামেচিতে এক ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করে তুললো । প্রতিটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যেটা হয়, এক পরিকল্পিত গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে । মুসলমান বাড়ির ইয়াকুবকে হিন্দুরা আটকে রেখেছে । পাশের রাজাকার অধ্যুসিত গ্রামের দু'টি মসজিদের মাইকের মাধ্যমে ঘোষনা করা হয়েছে , হিন্দু পাড়া থেকে ইয়াকুবকে ছাড়িয়ে আনতে হবে ।

রাতের অন্ধকার ভেদ করে মুহুর্তে শত শত মানুষ হাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আল্লাহু আকবার ধবনি দিয়ে দৌড়ে আসছে হিন্দু পাড়ার দিকে । প্রায় মাইল খানেক দূরত্বের মাঠ ছাড়িয়ে সবাই হিন্দু পাড়া আক্রমন করার জন্য সমবেত হয়েছে পার্শ্ববর্তী ওই তিন ঘর মুসলমান প্রতিবেশীর বাড়িতে । কিন্তু আক্রমন করতে পারছে না দু'টো কারণে । প্রথমতঃ কার্ত্তিক মাসে মাঠ শুকিয়ে গেলেও পুকুর ভরা জল । তাই পুকুর পার হয়ে আসতে হবে , না হলে অনেক দূর ঘুরে খালের পাড় দিয়ে । দ্বিতীয়তঃ আমাদের গ্রামের সাথে অন্য পাশের মুসলিম অধ্যুসিত আরেকটি গ্রামের ভাল সম্পর্ক রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কারণে । আর সে গ্রামের লোক সংখ্যা এবং প্রভাব প্রতিপত্তিও এদের চেয়ে অনেক বেশী । তাই ওরা যদি হিন্দুদের পক্ষে দাঁড়ায় ভয় সেখানেই । তাই আক্রমনের কৌশল ঠিক করে নিতেই যত দেরি । সমস্ত এলাকা জুড়ে এক থম থমে অবস্থা । সন্ধ্যা গড়িয়ে অন্ধকার নেমে আসছে । এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাবানলের আশঙ্কা রাতের আঁধারকে ম্লান করে নামিয়ে আনছে বিদঘুটে এক পরিবেশ ।

(চলবে)

।। এপ্রিল ১০,২০০৮ । নায়েগ্রা ফলস, কানাডা ।।